

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হলেও তল্লাশি: কিছুই মেলেনি

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী হলেও তল্লাশি চালিয়ে উল্লেখযোগ্য অস্ত্র উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ছাত্রী হলেও তল্লাশি চালিয়েছে। তবে তারা কোন কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। ছাত্রীহলে পুলিশ প্রবেশে বাধা প্রদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের উপস্থিতিতেই শামসুন্নাহার হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ছাত্রী নেত্রী-কর্মীদের মধ্যে মারামারি ও চুলোচুলির ঘটনা ঘটেছে।

সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পুরুষ পুলিশ মহিলা পুলিশের সহযোগিতায় শামসুন্নাহার হল ও রোকেয়া হলে তল্লাশি চালায়। পুলিশ হল দু'টিকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা হলের প্রত্যেকটি ও হাউজ টিউটরদের সাথে নিয়ে তল্লাশি : পৃঃ ১১ কঃ ৩

তল্লাশি : কিছুই মেলেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ তল্লাশি চালায়। জানা গেছে, মহিলা পুলিশ দিয়ে হলের বিভিন্ন রুমে ও সন্দেহজনক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। তবে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা যাবৎ দু'টি হলে তল্লাশি চালিয়ে কোন হলেই কিছু পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, পুলিশ হলে প্রবেশ করতে গেলে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রদলের ছাত্রী নেত্রী-কর্মীরা পুলিশকে বাধা দেয় এবং পুলিশের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এ সময় ছাত্রলীগের নেত্রী-কর্মীদেরও মারধর করেছে বলে জানা গেছে।

শামসুন্নাহার হল ছাত্রলীগের সভানেত্রী হেলেন, সাধারণ সম্পাদিকা শিখা বোস ও সাংগঠনিক সম্পাদিকা বিপ্লবীর ওপর ছাত্রদলের সভানেত্রী ও কয়েকজন কর্মী মিলে আক্রমণ চালিয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছেন।

কয়েকজন ছাত্রী নিজেদেরকে শামসুন্নাহার হলের সাধারণ এবং নিরপেক্ষ ছাত্রী পরিচয় দিয়ে বলেন, ছাত্রদলের ছাত্রীরা পুলিশের সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে তাতে আমাদের হলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। তাদের ব্যবহারের পর আমাদের হল সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মানো কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এসব ছাত্রী বলেন, পুরুষের পাশাপাশি আমরা যদি সমান সুবিধা দাবি করতে পারি তাহলে আমাদের হলে তল্লাশি চালাতে বাধা কোথায়? আর ছাত্রদলের মেয়েরা কোন প্রেক্ষাপটে বাধা দেয় তাই আমাদের প্রশ্ন।

হল তল্লাশির পর ছাত্রদলের মেয়েরা শামসুন্নাহার হল ও রোকেয়া হলে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও পুলিশের বিরুদ্ধে মিছিল করেছে ও প্রোগান দিয়েছে।

ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না গতকাল এক বিবৃতিতে ছাত্রদলের নেত্রী ও কর্মীদের দ্বারা ছাত্রলীগের নেত্রীদের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।